বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি ও বিভিন্ন সংস্থা

ইউনিট ৯

আধুনিক বিশ্বে কোন রাষ্ট্রই বিচ্ছিন্নভাবে থাকতে পারে না। নিজের স্বার্থ ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রকে অন্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে হয়। প্রতিটি রাষ্ট্র এখন পরস্পর নির্ভরশীল। প্রতিটি রাষ্ট্র নিজস্ব জাতীয় লক্ষ্য, নীতি ও স্বার্থ বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকে। বৈদেশিক নীতি হল সেই স্বার্থ ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের একটি বিশেষ পদ্ধতি মাত্র। বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি ''সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়'' - নীতির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। আলোচ্য ইউনিটে বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ -১ : বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি
পাঠ -২ : সার্কের গঠন ও উদ্দেশ্য
পাঠ -৩ : সার্ক ও বাংলাদেশ
পাঠ -৪ : ওআইসি: গঠন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
পাঠ -৫ : ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের গঠন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
পাঠ -৬ : ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন ও বাংলাদেশ
পাঠ -৭ : কমনওয়েলথ ও বাংলাদেশ
পাঠ -৮ : জাতিসংঘ
পাঠ -৯ : জাতিসংঘের গঠন ও উদ্দেশ্য
পাঠ -১০ : জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ

পাঠ-৯.১ বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বৈদেশিক নীতি, জাতীয় নীতি, সার্বভৌমত্ব, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, নিরস্ত্রীকরণ, সাম্রাজ্যবাদ, বর্ণবৈষম্যবাদ।

সাধারণভাবে বৈদেশিক নীতি হল কোন দেশের জাতীয় নীতির সেই অংশ, যা বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, সর্বোপরি বিশ্বে সম্মানজনক অবস্থান সৃষ্টির জন্য বৈদেশিক নীতি রাষ্ট্রীয় নীতির অনিবার্য অংশ।

জেমস রোজনাও এ প্রসঙ্গে বলেন, ''বৈদেশিক নীতি হল আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে কোন রাষ্ট্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি, যার মাধ্যমে সে রাষ্ট্র বিশেষ কোন স্বার্থ অর্জনে বদ্ধপরিকর।''

জোসেফ ফ্রাংকল বলেন, ''বৈদেশিক নীতি হল সিদ্ধান্ত ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল, যা এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক সৃষ্টি করে।''

নর্মান প্যাডেলফোর্ড, আর্থার লিংকন এবং লিওলভে এ প্রসঙ্গে বলেন, ''বৈদেশিক নীতি হল ঐ সব জটিল প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি যার মাধ্যমে রাষ্ট্র তার লক্ষ্য অর্জন ও স্বার্থ আদায়ে সক্ষম হয়।''

বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি :

আধুনিক বিশ্বে প্রত্যেক রাষ্ট্র একে অপরের উপর নির্ভরশীল। প্রতিটি রাষ্ট্র অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য অপর রাষ্ট্রের সাথে অনুরূপ সম্পর্ক স্থাপন করে। রাষ্ট্র প্রকৃত পক্ষে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বৈদেশিক নীতি প্রণয়ন করে। এ জন্য অটো ভন বিসমার্ক বলেন, ''অভ্যন্তরীণ নীতির সম্প্রসারণই হল পররাষ্ট্র নীতি।'' পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের ন্যায় বাংলাদেশেরও নিজস্ব বৈদেশিক নীতি রয়েছে। সংবিধানের ২৫নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতিসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হল-

i. জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা- এই সকল নীতি হবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি।
ii. রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করবে।
iii. প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অভিপ্রায় অনুযায়ী পথ ও পন্থার মাধ্যমে অবাধে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনের অধিকার সমর্থন করবে।
iv. সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণ বৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে রাষ্ট্র সমর্থন করবে।

পরিশেষে বলা যায়, বৈদেশিক নীতি হল রাষ্ট্রের সে সকল কার্যাবলির বিবরণী, যার মাধ্যমে রাষ্ট্র তার স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে। অন্যান্য রাষ্ট্রের ন্যায় বাংলাদেশ জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় বদ্ধপরিকর।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির মূল বৈশিষ্ট্য তুলে ধরুন।

সারসংক্ষেপ

অভ্যন্তরীণ নীতির সম্প্রসারণ হল একটি রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি। জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির প্রধান লক্ষ্য। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘের সনদে উল্লেখিত নীতিসমূহ যেমন শ্রদ্ধা করে, তেমনি বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করে। বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্র ও সংস্থার সাথেও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতিসমূহ উল্লেখ রয়েছে?

(ক) ২৫ (খ) ১৩৭

(গ) ৩৮ (ঘ) ১৩৯

২। "বৈদেশিক নীতি হল সিদ্ধান্ত ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল, যা এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক সৃষ্টি করে।"- উক্তটি কে করেছেন?

(ক) জেমস রোজনাও (খ) প্যাডেলফোর্ড

(গ) হার্টম্যান (ঘ) জোসেফ ফ্রাংকল

৩। ''অভ্যন্তরীণ নীতির সম্প্রসারণই হল পররাষ্ট্রনীতি''- উক্তিটি কে করেছেন?

(ক) কিসিঞ্জার (খ) হার্টম্যান

(গ) বিসমার্ক (ঘ) জোসেফ ফ্রাংকল

৪। ''বৈদেশিক নীতি হল ঐ সব জটিল প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি যার মাধ্যমে রাষ্ট্র তার লক্ষ্য অর্জন ও স্বার্থ আদায়ে সক্ষম হয়।''- কে বলেছেন?

(ক) জোসেফ ফ্রাংকল (খ) প্যাডেলফোর্ড, লিংকন এবং ওলভি

(গ) জেমস রোজনাও (ঘ) ফ্রেশার

৫। বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য হল-

(i) দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা

(ii) প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে বৈরী সম্পর্ক গড়ে তোলা

(iii) প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি বজায় রাখা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii, ও iii

পাঠ-৯.২ সার্কের গঠন ও উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সার্কের গঠন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- সার্কের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সার্ক, আঞ্চলিক সংস্থা, সার্বভৌমত্ব, সেক্রেটারি জেনারেল, জনকল্যাণ, জীবনমান, যৌথ কর্মসূচি।

'সার্ক' একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা। SAARC এর পূর্ণরূপ হল South Asian Association for Regional Co-operation (দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা)। কোন রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং অভ্যন্তরীণ বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ না করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সব বিরোধের নিষ্পত্তি করা এবং আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রেখে সার্বিক উন্নতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোকে নিয়ে সার্ক গঠিত হয়। সার্কের প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৮৫। সার্কের প্রাথমিক সদস্য সংখ্যা ৭টি হলেও বর্তমান সদস্য ৮। বর্তমানে সার্কভূক্ত দেশগুলো হচ্ছে- বাংলাদেশ, ভারত, ভূটান, নেপাল, মালদ্বীপ, শ্রীলংকা, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান। ৩ এপ্রিল, ২০০৭ সালে আফগানিস্তান সার্কের সদস্য হয়। সার্কের পর্যবেক্ষক দেশ ও সংস্থা হল চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইরান, মরিশাস, মিয়ানমার, অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। সার্ক সচিবালয় নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে অবস্থিত। সার্কের প্রধানকে বলা হয়, সেক্রেটারি জেনারেল। প্রতি বছর সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সার্কের গঠন :

১৯৭৯ সালে বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এশিয়া অঞ্চলে একটি আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক সংস্থা গঠনের উদ্যোগ নেন। ১৯৮০ সালের মে মাসে তিনি দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে একটি আঞ্চলিক সংস্থা গঠনের প্রস্তাব করেন। ১৯৮১ সালের ২১-২৩ এপ্রিল শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোতে আনুষ্ঠানিকভাবে এ অঞ্চলের ৭টি দেশের পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ১৯৮৩ সালের আগস্ট মাসে এ অঞ্চলের ৭টি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ দিল্লিতে তাদের প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠকে মিলিত হন। এ বৈঠকে মন্ত্রিবর্গ একীভূত বা যৌথ কর্মসূচি নামে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এ কর্মসূচির আওতায় সার্কভূক্ত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সহযোগিতার মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মকান্ড সম্পাদনের জন্য মোট নয়টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়। অত:পর ১৯৮৫ সালের ৭-৮ ডিসেম্বর ঢাকা শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে সার্কের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।

সার্কের উদ্দেশ্য :

বর্তমান বিশ্ব সমৃদ্ধি ও আঞ্চলিক সহযোগিতার বিশ্ব। প্রত্যেক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে এক সৌহার্দ্যপূর্ণ অবস্থান তৈরিতে দৃঢ়সংকল্প। পাশাপাশি জনকল্যাণের স্বার্থে বিভিন্ন রাষ্ট্র জোটবদ্ধ হয়ে উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। সার্কের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ :

(ক) দক্ষিণ এশিয়ার মানুষের জীবনমান উন্নয়ন।
(খ) এ অঞ্চলের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির ধারা ত্বরান্বিত করা।
(গ) দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের জাতীয় আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
(ঘ) এ অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহের সাধারণ স্বার্থে সহানুভূতি ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
(ঙ) অন্যান্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার সাথে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন।

সার্ক অনেকগুলো বাস্তবভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ করলেও বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রে মতানৈক্যের কারণে এখন অবধি দক্ষিণ এশিয়ার পৌনে দুইশত কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্খা পূরণে উে
ল্লখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয় নি। নানামুখী টানাপোড়েন পরিহার করে আঞ্চলিক সহযোগিতা ও উন্নতির দিকে নজর দিলে উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	সার্কের গঠন ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৮৫ সালে সার্কের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের জন্য একটি প্লাটফরম (Platform) হিসেবে সার্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ অঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন তথা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখাই সার্কের লক্ষ্য। তবে বাস্তবতা এই যে, দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্কের নানাবিধ টানাপোড়েনের কারণে সার্ক এখন পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে পারে নি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সার্ক কত সালে প্রতিষ্ঠিত?

(ক) ১৯৮৫ (খ) ১৯৮৭

(গ) ১৯৯২ (ঘ) ১৯৯৭

২। সার্কের বর্তমান সদস্য রাষ্ট্র কয়টি?

(ক) ৭ (খ) ৮

(গ) ১০ (ঘ) ১১

৩। সার্ক গঠনের মূল উদ্যোগে ছিল-

(ক) ভারত (খ) নেপাল

(গ) বাংলাদেশ (ঘ) শ্রীলংকা

৪। SAARC এর পূর্ণরূপ কী?

(ক) South Asian Association for Regional Co-operation

(খ) South Asian Assembly for Regional Co-operation

(গ) South Asian Association for Regional Company

(ঘ) South Asian Association for Regional Co-operative

নিচের ছক থেকে ৫নং ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

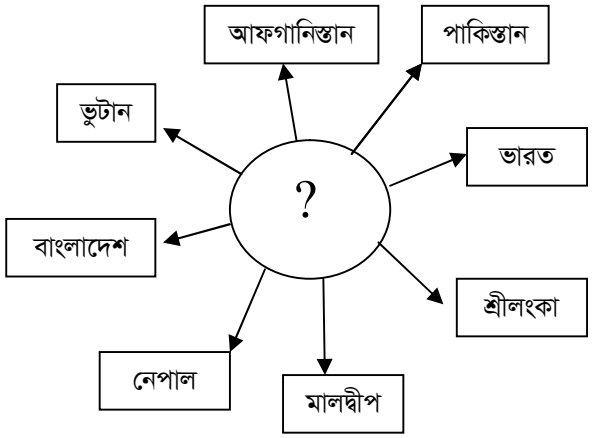

৫। উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত সংস্থাটির নাম কী?

(ক) জাতিসংঘ (খ) ওআইসি

(গ) আসিয়ান (ঘ) সার্ক

৬। ছকে '?' চিহ্নিত সংস্থাটির কাজ কী?

i. অর্থনৈতিক সহযোগিতা করে

ii. পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করে

iii. অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii, ও iii

পাঠ-৯.৩ সার্ক ও বাংলাদেশ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সার্ক ও বাংলাদেশের সম্পর্ক জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	শীর্ষ সম্মেলন, ঢাকা ঘোষণা, সার্ক পর্যবেক্ষক, রাজনৈতিক সম্মতি।

সার্ক ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশের সাথে সার্কের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ। কেননা সার্ক গঠনের উদ্যোক্তা ছিল বাংলাদেশ। ১৯৮৫ সালের ৭ ও ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় সার্ক এর প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ। সার্ক সদস্যভূক্ত ৭টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা এ শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করেন। রাষ্ট্রপ্রধানদের বক্তব্যে সহযোগিতা ও সমঝোতার গভীর আগ্রহ প্রকাশ পায়। উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক, ভূটানের রাজা জিগমে সিংগে ওয়াংচুক, মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মামুন আব্দুল গাইয়ুম, শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট জুলিয়াস রিচার্ড জয়বর্ধনে এবং নেপালের রাজা বীরেন্দ্র বীর বিক্রম শাহদেব। ১৯৮৫ সালের প্রথম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে ১৪ দফা 'সার্ক ঘোষণা' (ঢাকা ঘোষণা নামে অভিহিত) একটি ঐতিহাসিক ও দিক নির্দেশক। এ ঘোষণার মাধ্যমে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানগণ সার্ক প্রতিষ্ঠায় তাঁদের স্ব-স্ব সরকারের রাজনৈতিক সম্মতি জ্ঞাপন করেন। এ ঘোষণার প্রধান লক্ষ্যগুলো হল- (ক) দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের জনগণের জীবনমানের গুণগত উন্নয়নের নীতিকে কার্যকর এবং সামাজিকভাবে জনগণের জন্য কল্যাণকর কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ করা (খ) এ অঞ্চলের জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে সমৃদ্ধশালী করার জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করা (গ) দক্ষিণ এশীয় রাষ্ট্রগুলোর জন্য সমষ্টিগত স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা এবং (ঘ) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য সকল সমস্যার সমাধানে জাতিসংঘকেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন বলে ঘোষণা করা হয়।

১৯৯৩ সালের ১০-১১ নভেম্বর সার্কের সপ্তম শীর্ষ সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের ঘোষণায় সার্ক তৎপরতা ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে সমন্বিত কর্মসূচিকে আরও সংহত ও জোরদার করা হয়। পরিবেশ সংরক্ষণ ও অবক্ষয় রোধে জাতীয়, দ্বিপাক্ষিক আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়ার ওপর গুরুত্বরোপ করা হয়। এ শীর্ষ সম্মেলনে কয়েকটি মূল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ উদ্দেশ্যে SAPTA (SAARC Preferential Trading Arrangement) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তিতে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ১০ ভাগ শুল্ক হ্রাস করার প্রস্তাব করা হয়।

২০০৫ সালের ১২-১৩ নভেম্বর সার্কের ত্রয়োদশ শীর্ষ সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের মাধ্যমে আফগানিস্তানকে সার্কের অষ্টম সদস্য এবং চীন ও জাপানকে পর্যবেক্ষকের মর্যাদা দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। ২০০৬-২০১৫ সালকে 'দারিদ্রমুক্ত সার্ক দশক' ঘোষণাসহ মোট ৫৩ দফা ঢাকা ঘোষণা গৃহীত হয়। এ ঢাকা ঘোষণার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দফা হল (ক) আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির অঙ্গীকার (খ) সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অঙ্গীকার (গ) নারী ও শিশু পাচার রোধে সহযোগিতা (ঘ) সার্ক দারিদ্র বিমোচন তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত ও (ঙ) স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে আঞ্চলিক উদ্যোগ গ্রহণ।

পরিশেষে বলা যায়, সার্ক ও বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত বাংলাদেশ সার্কের সাফল্য ও ব্যর্থতার সকল ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত রয়েছে। তবে সার্কের সাফল্য, সমৃদ্ধি ও অগ্রযাত্রার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভূমিকা অগ্রগণ্য।

শিক্ষার্থীর কাজ	সার্ক ও বাংলাদেশের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করুন।

সারসংক্ষেপ

সার্ক ও বাংলাদেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠাকালীন সম্পর্ক বিদ্যমান। সার্ক প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের ভূমিকা অগ্রগণ্য। তাছাড়া সার্কের বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন ও সার্কের নানাবিধ সম্মেলন সফলভাবে অনুষ্ঠান কওে সার্ককে আরও কার্যকর করার চেষ্টা অব্যাহত রাখছে। শিশু ও নারী পাচার, মাদকদ্রব্য, চোরাচালান ও সন্ত্রাস দমনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের প্রস্তাবসমূহ সার্ক গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করে। সার্কের সার্বিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সব সময় সার্কের পাশে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সার্কের প্রথম শীর্ষ সম্মেলন হয়েছিল কোথায়?
(ক) দিল্লি (খ) থিম্পু
(গ) ইসলামাবাদ (ঘ) ঢাকা

২। প্রথম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে কয়টি দেশের রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান উপস্থিত ছিলেন?
(ক) ৭ (খ) ৫
(গ) ৪ (ঘ) ৬

৩। ১৯৯৩ সালে সার্কের কততম শীর্ষ সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
(ক) ৯ম (খ) ১০ম
(গ) ৭ম (ঘ) ৮ম

৪। '২০০৬-২০১৫' দশককে সার্ক ঘোষণা করে-
(ক) সন্ত্রাসমুক্ত সার্ক দশক (খ) দারিদ্রমুক্ত সার্ক দশক
(গ) ক্ষুধামুক্ত সার্ক দশক (ঘ) নারী ও শিশু পাচারমুক্ত সার্ক দশক

৫। বাংলাদেশে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে-
i. ১৯৮৫ সালে
ii. ১৯৯৩ সালে
iii. ২০০৫ সালে

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii, ও iii

পাঠ-৯.৪ ওআইসিঃ গঠন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ওআইসি'র গঠন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ওআইসি'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ওআইসি, উপনিবেশবাদ, বর্ণবৈষম্য, মান মর্যাদা, জাতীয় অধিকার

ওআইসি'র (OIC) এর পূর্ণরূপ Organization of Islamic Conference বা ইসলামী সম্মেলন সংস্থা। সংস্থাটি ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ সালে মরক্কোর রাজধানী রাবাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৯ সালের ২১ আগস্ট জেরুজালেমের আল-আকসা মসজিদে সন্ত্রাসীরা অগ্নিসংযোগ করে। এ পরিস্থিতিতে ইসলামী বিশ্ব নেতৃবৃন্দরা ইসলামের সম্মান, মর্যাদা ও বিশ্বাস রক্ষা করার জন্য এক আলোচনা সভায় বসেন। ঐ বৈঠকে সৌদি আরব প্রস্তাব করে যে, বিষয়টি যেহেতু গোটা মুসলিম বিশ্বের জন্য স্পর্শকাতর তাই এটি নিয়ে আলোচনার জন্য সকল মুসলিম দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের নিয়ে একটি জরুরি বৈঠক করা আবশ্যক। সৌদি আরব, মরক্কো, ইরান, পাকিস্তান, সোমালিয়া, মায়লেশিয়া ও নাইজারকে নিয়ে একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৬৯ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর মরক্কোর রাজধানী রাবাতে প্রায় সকল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র সম্মেলনে উপস্থিত হয়। এ সম্মেলনের মাধ্যমে ওআইসি প্রতিষ্ঠা পায়। ২০১১ সালের ২৮ জুন ইসলামী সম্মেলন সংস্থার নাম পরিবর্তন করে ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (Organization of Islamic Co-operation) রাখা হয়।

ওআইসি'র গঠন

প্রতিষ্ঠাকালীন ওআইসি'র সদস্য রাষ্ট্র ছিল ২৫টি। বর্তমানে এ সংস্থার মোট সদস্য সংখ্যা ৫৭। ওআইসি'র অফিসিয়াল ভাষা হচ্ছে আরবি, ইংরেজি ও ফরাসি। এর প্রশাসনিক দপ্তর জেদ্দা, সৌদি আরব। ওআইসি'র পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র হচ্ছে পাঁচটি। ওআইসি'র সদস্য ৫৭টি রাষ্ট্রের নাম হল আফগানিস্তান, আলজেরিয়া, শাদ, মিশর, গায়না, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, জর্ডান, কুয়েত, লেবানন, লিবিয়া, মালয়েশিয়া, মালি, মৌরিতানিয়া, মরক্কো, নাইজার, পাকিস্তান, ফিলিস্তিন, সৌদি আরব, সেনেগাল, সোমালিয়া, সুদান, তিউনিশিয়া, তুরস্ক, ইয়েমেন, বাহরাইন, ওমান, কাতার, সিরিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সিয়েরা লিওন, বাংলাদেশ, গ্যাবন, গাম্বিয়া, গিনি বাসাউ, উগান্ডা, বারকিনা ফাসো, ক্যামেরুন, কমোরোস, ইরাক, মালদ্বীপ, জিবুতি, বেনিন, ব্রুনাই, নাইজেরিয়া, আজারবাইজান, আলবেনিয়া, কিরগিজিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, তাজিকিস্তান, মোজাম্বিক, কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান, সুরিনাম, টোগো, গায়না ও আইভরি কোস্ট। বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে ওআইসি'র সদস্য পদ লাভ করে।

ওআইসি'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ওআইসি'র সনদ অনুযায়ী এ সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ-

i. সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ইসলামী ঐক্য উন্নত করা।
ii. অর্থনৈতিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহে সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে সহযোগিতা করা।
iii. বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার বৈঠকে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের অভিন্ন স্বার্থে কাজ করা।
iv. সকল প্রকার বর্ণ-বৈষম্যের মূল উৎপাটন এবং সব রকমের উপনিবেশবাদের বিলোপ সাধনের চেষ্টা করা।
v. সুবিচার ভিত্তিক আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতি প্রয়োজনীয় সমর্থন দান।
vi. ইসলামের পবিত্র স্থানসমূহের নিরাপত্তা বিধানের সংগ্রামকে সমন্বিত সুসংহত করা এবং ফিলিস্তিনি জনগণের ন্যায্য সংগ্রামকে সমর্থন করা এবং তাদের অধিকার আদায় ও দেশ মুক্ত করার কাজে সহায়তা প্রদান।

vii. মুসলমানদের মান মর্যাদা, স্বাধীনতা ও জাতীয় অধিকার সংরক্ষণের সকল সংগ্রামে মুসলিম জনগণকে শক্তি যোগানো।

viii. সদস্য রাষ্ট্রসমূহ এবং অন্যান্য দেশের মধ্যে সহযোগিতা ও সমঝোতা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা।

তাই বলা যায়, মুসলিম বিশ্বের সর্বোচ্চ সহযোগিতা সংস্থা হল ওআইসি। এ সংস্থার মাধ্যমে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র ও জনগণের কল্যাণকামী কার্যক্রম পরিচালিত হয়। মুসলমানদের শান্তি, নিরাপত্তা, মর্যাদা, স্বাধীনতা ও জাতীয় অধিকার রক্ষার্থে ওআইসি'র ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না।

শিক্ষার্থীর কাজ	ওআইসি'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরুন।

সারসংক্ষেপ

ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা বা ওআইসি একটি বৃহৎ আন্তর্জাতিক সংস্থা। ২০১১ সালের হিসাব অনুযায়ী এ সংস্থার সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সর্বমোট লোকসংখ্যা ১.৬ বিলিয়ন। মুসলিম স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে এ সংস্থার অবদান অনস্বীকার্য। অর্থনেতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ওআইসি'র অন্যতম লক্ষ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ওআইসি'র প্রশাসনিক দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
(ক) জেদ্দা (খ) কায়রো
(গ) মক্কা (ঘ) তেহরান

২। ওআইসি'র অফিসিয়াল ভাষা কয়টি?
(ক) ২ (খ) ৩
(গ) ৫ (ঘ) ৭

৩। ওআইসি'র প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য কয়টি?
(ক) ২০ (খ) ২৯
(গ) ২৭ (ঘ) ২৫

৪। ওআইসি'র লক্ষ্য হল-
i. সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ইসলামী ঐক্য উন্নত করা
ii. ইসলামের পবিত্র স্থানসমূহের নিরাপত্তা বিধান
iii. যুদ্ধপরবর্তী দেশের পুনর্গঠনে সহযোগিতা

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii, ও iii

পাঠ-৯.৫ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের গঠন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ইউরোপিয় ইউনিয়ান গঠন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ইউরোপিয় ইউনিয়ান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বাণিজ্য নীতি, ইউরো, ম্যাসস্ট্রিট চুক্তি, ইউরোটম, শুল্ক, ব্রাসেলস চুক্তি, ইউরোপীয় পার্লামেন্ট, ইউরোপিয়ান কাউন্সিল।

বর্তমান বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর মধ্যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের (ইইউ) ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাধারণ ও স্বতন্ত্র বাণিজ্য নীতি পরিচালনার ক্ষমতা রয়েছে। ইইউ ইউরোপ মহাদেশের ২৮টি দেশের একটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জোট। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক সাহায্য, উন্নয়ন সহযোগিতা এবং মানবতাধর্মী কাজে সাহায্যসহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ভূমিকা প্রশংসনীয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপিয়ান দেশগুলো তাদের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য একটি অর্থনৈতিক জোট গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। ১৮ এপ্রিল, ১৯৫১ সালে প্যারিসে একচুক্তির মাধ্যমে ইউরোপিয় কয়লা ও ইস্পাত পরিষদ (ECSE- European Coal and Steel Community) গঠিত হয়, যা ইউরোপিয় ফেডারেশনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়। ২৫ মার্চ, ১৯৫৭ সালে বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস্, ইতালি ফ্রান্স ও সাবেক পশ্চিম জার্মানী এ ৬টি রাষ্ট্রের মধ্যে 'রোম চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি অনুযায়ী ১৭ জানুয়ারি, ১৯৫৮ সালে ইইসি (EEC- European Economic Community) এবং ইউরোটম (Euratom) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ইইসি একটি একক ইউরোপিয় অর্থনীতি গঠন করার প্রয়াস চালায়। ১৯৬৫ সালে সম্পাদিত 'ব্রাসেলস চুক্তি' সংগঠনটিকে ইসিতে (EC- European Community) রূপান্তরিত করে। ১৯৯১ সালে স্বাক্ষরিত 'ম্যাসট্রিক্ট চুক্তি'র ভিত্তিতে ইসি রূপান্তরিত হয়ে বর্তমান ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (EU- European Union) হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এর সদর দপ্তর বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে অবস্থিত। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অভিন্ন মুদ্রা 'ইউরো'।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের গঠন

১৯৫১ সালে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো যখন অর্থনৈতিকভাবে একত্রিত হওয়ার চেষ্টা করেছিল তখন কেবল বেলজিয়াম, জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালি, লুক্সেমবার্গ এবং নেদারল্যাণ্ডস্ অংশ গ্রহণ করেছিল। সময়ের ধারায় অনেক রাষ্ট্র এ সংস্থায় যোগদানের সিদ্ধান্ত নেয়। ১ জুলাই, ২০১৩ সালে ক্রোয়েশিয়ার সংযোজনের মাধ্যমে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বর্তমান সদস্য সংখ্যা বৃদ্দি পেয়ে ২৮টিতে উন্নীত হয়েছে। প্রতিষ্ঠাকালীন ৬টি সদস্য রাষ্ট্র ব্যতীত অন্য ২২টি রাষ্ট্র হল- ডেনমার্ক, আয়ারল্যান্ড, ব্রিটেন, গ্রিস, পর্তুগাল, স্পেন, অষ্ট্রিয়া, ফিনল্যাণ্ড, সুইডেন, পোল্যাণ্ড, চেক প্রজাতন্ত্র, লাটভিয়া, স্লোভাকিয়া, লিথুয়ানিয়া, এস্তোনিয়া, হাঙ্গেরি, স্লোভেনিয়া, মাল্টা, সাইপ্রাস, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া ও ক্রোয়েশিয়া। ২০১৬ সালে এক গণভোটের মাধ্যমে ইইউ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ব্রিটেন। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ -

i. ইউরোপিয়ান কাউন্সিল
ii. ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট
iii. ইউরোপিয়ান কমিশন
iv. ইউরোপিয়ান কোর্ট অব জাস্টিস
v. ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংক
vi. দি কোর্ট অব অডিটরস

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সনদ অনুযায়ী এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ-

i. পারস্পরিক স্বার্থে উল্লেখযোগ্য হারে শুল্ক হ্রাসের মাধ্যমে নিজেদের উৎপাদিত পণ্যের জন্য সাধারণ ও সুলভ বাজার সৃষ্টি।
ii. সদস্য রাষ্ট্রসমূহের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন।
iii. প্রয়োজনে কিছু ক্ষেত্রে শুল্ক প্রত্যাহার করে বাণিজ্যিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা।
iv. একক মুদ্রা ব্যবস্থার মাধ্যমে আন্ত:মহাদেশীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
v. সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আর্থ-সামাজিক ও আঞ্চলিক সংযোগ ও ঐক্য সুদৃঢ় করা।
vi. নারী ও পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা করা।
vii. রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সাধারণ ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গঠনমূলক সংলাপ ও পরামর্শ করা।
viii. ইউরোপের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সুরক্ষা ও সমৃদ্ধ করা।
ix. শিশুদের অধিকার রক্ষা এবং বিভিন্ন প্রজন্মের মধ্যে সংহতি বৃদ্ধি করা।
x. ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর নাগরিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করা।
xi. নাগরিকদের জন্য অভ্যন্তরীণ বিরোধহীন, নিরাপদ ও ন্যায়সঙ্গত অঞ্চল গড়ে তোলা, যেখানে তাঁরা অবাধে চলাচল করতে পারবে।
xii. সদস্য দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস স্থাপন ও আত্মরক্ষার কূটনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা।

পরিশেষে বলা যায়, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইউরোপকে ঐক্যবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইউরোপ তথা সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউরোপের অর্থনীতিকে পুনর্গঠনের জন্য যে সংস্থা গড়ে ওঠে তা আজকের ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত সংস্থাটি বিভিন্ন বিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান রূপ নিয়েছে। ইউরোপের নাগরিকদের শান্তি, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, রাষ্ট্রের উন্নতি, কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ভূমিকা রাখছে। ইউরোপে শান্তি ও স্থিতিশীলতা এবং গণতন্ত্র ও মানবাধিকার সমুন্নত রাখায় ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ২০১২ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য কয়টি?

(ক) ৫ (খ) ৬
(গ) ৭ (ঘ) ৮

২। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?

(ক) ১৯৯৩ (খ) ১৯৮৬
(গ) ১৯৫৮ (ঘ) ২০১২

৩। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বর্তমান সদস্য সংখ্যা কয়টি?

(ক) ২৫ (খ) ৩২

(গ) ৩৫ (ঘ) ২৮

৪। কোন চুক্তির ভিত্তিতে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন গঠিত হয়?

(ক) লিসবন চুক্তি (খ) ব্রাসেলস চুক্তি

(গ) ম্যাসট্রিক্ট চুক্তি (ঘ) প্যারিস চুক্তি

৫। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?

(ক) জার্মানী (খ) বেলজিয়াম

(গ) নেদারল্যান্ড (ঘ) ইতালি

৬। ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন গঠনের উদ্দেশ্য-

i. বাণিজ্যিক অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন

ii. আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি

iii. সদস্য দেশগুলোর পারস্পরিক বিশ্বাস স্থাপন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii, ও iii

পাঠ-৯.৬ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও বাংলাদেশ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও বাংলাদেশের সম্পর্ক জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	তৈরি পোশাক, শুল্ক রেয়াত, জিএসপি, রপ্তানি বাণিজ্য, বাংলাদেশ ব্যাংক, ইউরোপিয়ান কমিশন।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ) ও বাংলাদেশ সম্পর্কের সূত্রপাত হয় ১৯৭৩ সালে। এ সম্পর্ক ক্রমান্বয়ে সুদৃঢ় হয়। ২২ মে, ২০০১ সালে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদর দপ্তর ব্রাসেলসে ইইউ ও বাংলাদেশের মধ্যে সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ হল বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাজার। বাংলাদেশ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহে তৈরি পোশাক, পাট ও পাটজাতদ্রব্য, চা, চামড়া ও চামড়াজাতদ্রব্য, কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট, হিমায়িত খাদ্য এবং হস্তশিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি করে থাকে। আবার ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ হতে বাংলাদেশ খাদ্য শস্য, যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা, পরিবহন ও যানবাহনের যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধপত্র এবং লৌহ ও ইস্পাতজাত দ্রব্য আমদানি করে থাকে। বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের একটি বিশাল অংশ সম্পন্ন হয় ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাথে।

১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে বাংলাদেশ থেকে মোট ৫৭৫ কোটি ২২ লাখ মার্কিন ডলার সমমূল্যের ২৮ হাজার ৮১৮ কোটি ৫২ লাখ টাকার পণ্য রপ্তানি হয়। এর মধ্যে ৪৬ শতাংশ পণ্য রপ্তানি করা হয় ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত সদস্য রাষ্ট্রে। সম্প্রতি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত ৪৮টি দেশকে তাদের বাজারে শুল্ক ও কোটামুক্ত বাণিজ্য সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সার্কভুক্ত দেশসমূহের জন্য একটি বিশেষ সুবিধা 'সার্ক কিমিউলেশন' প্রদান করেছে। বাংলাদেশ সার্কের সদস্য হওয়ায় উক্ত সুবিধাটি পাওয়ার অধিকার রাখে।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ বাংলাদেশকে জিএসপি (Generalised Preference System) সুবিধা প্রদান করেছে। এর ফলে বাংলাদেশ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহে পণ্য রপ্তানিতে জিএসপি'র আওতায় শতকরা ১২.৫% শুল্ক রেয়াত সুবিধা পাচ্ছে। বাংলাদেশ জিএসপি সুবিধার আওতায় ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে ব্যাপকভাবে তৈরি পোশাক রপ্তানি করছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ ৯.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে রপ্তানি করেছে। বাংলাদেশে ৪ জানুয়ারি, ১৯৯৯ সালে প্রথম ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের একক মুদ্রা 'ইউরো' লেনদেন শুরু করে।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন মূলত অর্থনৈতিক জোট এবং বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্কই বেশি। কিন্তু বাংলাদেশে সুশাসন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ইইউ'র বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে। অর্থাৎ ইউরোপিয়ান ইউনিয় এবং বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

শিক্ষার্থীর কাজ	ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও বাংলাদেশের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করুন।

সারসংক্ষেপ

ইইউ-বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক শুরু হয় ১৯৭৩ সালে। পরবর্তীতে এ সম্পর্ক ক্রমাগত শক্তিশালী হয়েছে। ১৯৮২ সালে ইউরোপিয়ান কমিশন ঢাকায় তাদের অফিস স্থাপন করে। বাংলাদেশ ব্যাংক সর্বশেষ পরিসংখ্যানে দেখিয়েছে যে, জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৬ বাংলাদেশ ইইউ বাজার থেকে ৫৫.৫ শতাংশ রপ্তানি আয় করেছে। যা বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও বাংলাদেশের পারস্পরিক সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় করার মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক গতিশীলতা ত্বরান্বিত হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ইইউ ও বাংলাদেশের সম্পর্কের সূত্রপাত হয় কত সালে?

(ক) ২০০১ (খ) ১৯৮৮

(গ) ১৯৭৩ (ঘ) ১৯৯৯

২। ইইউ ও বাংলাদেশের মধ্যে সহযোগিতা চুক্তি সাক্ষরিত হয় কত সালে?

(ক) ১৯৭৬ (খ) ১৯৭৮

(গ) ১৯৮৯ (ঘ) ২০০১

৩। ইইউ'র কতটি দেশকে শুল্ক ও কোটামুক্ত বাণিজ্য সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে?

(ক) ৪৫ (খ) ৪৮

(গ) ৫২ (ঘ) ৬৬

৪। বাংলাদেশ জিএসপি'র আওতায় কত শতাংশ শুল্ক রেয়াত সুবিধা পাচ্ছে?

(ক) ১২.৫% (খ) ৯.২৫%

(গ) ১৩.৫% (ঘ) ১০.৫%

পাঠ-৯.৭ কমনওয়েলথ ও বাংলাদেশ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠার পটভূমি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- কমনওয়েলথ এর গঠন ও কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত হবেন।
- কমনওয়েলথ ও বাংলাদেশ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ব্রিটিশ উপনিবেশ বেলফোর ঘোষণা, লন্ডন ঘোষণা, মুক্তিযুদ্ধ, কলম্বো পরিকল্পনা, উচ্চতর শিক্ষা, রাজনৈতিক সঙ্কট, হাইকমিশনার।

কমনওয়েলথ

কমনওয়েলথ হল সাবেক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের সংগঠন। এক সময় যে সকল অঞ্চল বা জনপদগুলো ব্রিটিশ উপনিবেশ হিসেবে শাসিত হয়ে পরবর্তীতে ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের হাত থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেসব রাষ্টের প্রতিষ্ঠান হচ্ছে কমনওয়েলথ। স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য ব্রিটেনের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে কমনওয়েলথ। ব্রিটেনের রাজা বা রাণী হলেন এ সংস্থার প্রধান। কমনওয়েলথের সদর দফতর লন্ডনে অবস্থিত। এ সংস্থার অফিশিয়াল ভাষা ইংরেজি।

১৯ নভেম্বর, ১৯২৬ সালে 'বেলফোর ঘোষণার' (Balfour Declaration) মাধ্যমে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব নেশনস (British Cmmonwealth of Nations) ধারণার গোড়াপত্তন হয়। ১১ ডিসেম্বর, ১৯৩১ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক 'স্ট্যাটিউট অব ওয়েস্ট মিনিস্টার' (Statute of Westminster) আইন অনুমোদিত হয়। এ আইনের মাধ্যমে উপনিবেশগুলোর পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভ করে। ২৮ এপ্রিল, ১৯৪৯ সালে 'লন্ডন ঘোষণা'র (Landon Declaration) মাধ্যমে কমনওয়েলথ আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। তবে এ সময় সংস্থাটি থেকে ব্রিটিশ শব্দটি বাদ দিয়ে 'কমনওয়েলথ অব নেশনস' (Commonwealth of Nations) করা হয়। ব্রিটিশ উপনিবেশ না হয়েও মোজাম্বিক ও রুয়ান্ডা যেমন কমনওয়েলথের সদস্য রাষ্ট্র, তেমনি ব্রিটিশ উপনিবেশ হয়েও অনেক রাষ্ট্র যেমন- মায়ানমার, আয়ারল্যান্ড, জিম্বাবুয়ে, মিসর, ইরাক, কুয়েত, সুদান, জর্ডান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কমনওয়েলথের সদস্য হয় নি। বিভিন্ন ধারা পরিক্রমায় বর্তমান কমনওয়েলথের সদস্য রাষ্ট্র সংখ্যা ৫২।

কমনওয়েলথ ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশ কমনওয়েলথ-এর অন্যতম সদস্য। ২৮ এপ্রিল, ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ কমনওয়েলথের ৩২তম সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়। এর পর থেকে কমনওয়েলথের সাথে বাংলাদেশের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ সংস্থার মূল লক্ষ্য হল কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা সমৃদ্ধি করা।

কমনওয়েলথ এর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। যে রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে কমনওয়েলথ এর উৎপত্তি সেই ব্রিটেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে সমর্থন করেছিল। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় ব্রিটেনের প্রচার মাধ্যমগুলো স্বাধীনতাকামী বাঙালি জনগণের ওপর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নির্মম নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, প্রতিরোধ আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রচার করে বিশ্বজনমত সৃষ্টি করেছিল। এই ধারাবাহিকতাতে স্বাধীনতার পর ব্রিটেন তথা কমনওয়েলথের সাথে বাংলাদেশের বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় অস্ট্রেলিয়ার বেতার তথা অস্ট্রেলিয়ার ভূমিকাও ছিল প্রশংসনীয়। ব্রিটেনসহ কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলো ভারতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছিল। স্বাধীনতা লাভের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার করার জন্য কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলো সাহায্য-সহযোগিতা করেছিল।

কমনওয়েলথের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ কলম্বো পরিকল্পনার সদস্য। এ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বাংলাদেশের অনেক শিক্ষার্থী কমনওয়েলথ বৃত্তি নিয়ে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোতে উচ্চতর শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ লাভ করছে। শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি কমনওয়েলথ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট সমাধানেও প্রচেষ্টা চালায়। বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্য হওয়ার পর কমনওয়েলথের প্রতিটি শীর্ষ সম্মেলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ এবং কার্যকর ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের প্রথম সরকার প্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে অটোয়ায় অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	কমনওয়েলথ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মধ্যে আন্তর্জাতিক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থে কমনওয়েলথ প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে। কমনওয়েলথ সদস্য রাষ্ট্রগুলো পরস্পরের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে। কমনওয়েলথের সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য উৎপাদন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, পল্লী ও শিক্ষা উন্নয়ন, আইনগত বিষয়, প্রশিক্ষণ, নারী উন্নয়ন, রপ্তানি বাজার উন্নয়ন, অর্থনৈতিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা। মুক্তিযুদ্ধের সময়কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত কমনওয়েলথের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক প্রশংসনীয়। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে কমনওয়েলথের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট মুহূর্তেও কমনওয়েলথের ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন ঘোষণার মাধ্যমে কমনওয়েলথের গোড়াপত্তন হয়?
(ক) লন্ডন (খ) বেলফোর
(গ) প্যারিস (ঘ) কোনটিই নয়

২। কমনওয়েলথ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
(ক) ১৯৪৯ (খ) ১৯৫৯
(গ) ১৯৫০ (ঘ) ১৯৬৯

৩। কমনওয়েলথের প্রধান কে?
(ক) ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী (খ) ব্রিটেনের কমন্সসভার স্পিকার
(গ) ব্রিটেনের রাজা বা রাণী (ঘ) অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী

৪। কমনওয়েলথের অফিশিয়াল ভাষা কোনটি?
(ক) ইংরেজি (খ) স্প্যানিশ
(গ) হিন্দি (ঘ) বাংলা

৫। কমনওয়েলথ যে ধরণের সংস্থা-
i. সহযোগিতামূলক সংস্থা
ii. স্বাধীন ও স্বেচ্ছাধীন সংস্থা
iii. স্বাধীনতা লাভে সাহায্যকারী সংস্থা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও iii (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৬। বাংলাদেশ কমনওয়েলথ এর সদস্য হয় কত তারিখে?

(ক) ১ এপ্রিল, ১৯৭২ (খ) ২৮ এপ্রিল, ১৯৭২

(গ) ১৫ এপ্রিল, ১৯৭২ (ঘ) ২০ এপ্রিল, ১৯৭২

৭। বাংলাদেশ কমনওয়েলথ এর কততম সদস্য?

(ক) ২৫তম (খ) ৩০তম

(গ) ২৮তম (ঘ) ৩২তম

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৮নং ও ৯নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

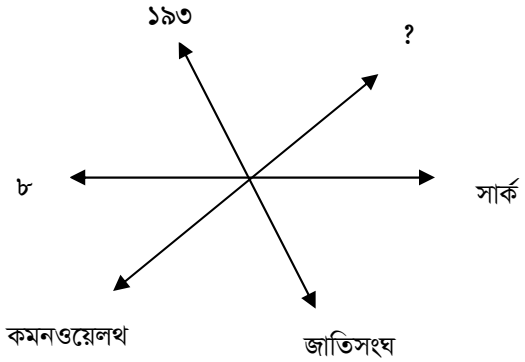

৮। প্রশ্ন (?) চিহ্নিত স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

(ক) ৫৪ (খ) ৫১

(গ) ৫২ (ঘ) ৫৩

৯। বাংলাদেশ যেসব সংস্থার সদস্য-

i. সার্ক

ii. জাতিসংঘ

iii. কমনওয়েলথ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৯.৮ জাতিসংঘ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- জাতিসংঘ এবং জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বিশ্বযুদ্ধ, আটলান্টিক সনদ, ভার্সাই চুক্তি, মস্কো ঘোষণা, শান্তির প্রতীক, ক্রিমিয়া সম্মেলন

স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের প্রধান সংগঠন হিসেবে জাতিসংঘ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। যুদ্ধের অভিশাপ থেকে বিশ্বকে রক্ষা করার জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪১ সালের আটলান্টিক সনদে 'জাতিসংঘ' নামটি সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যবহৃত হয়। জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক বিরোধ সমাধান ও শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে।

জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান সরকার যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনকে ১৯১৮ সালের অক্টোবর মাসে একটি সাধারণ যুদ্ধ বিরতির আহবান জানায়। এর প্রেক্ষাপটে উড্রো উইলসন তাঁর বিখ্যাত চৌদ্দ দফা পেশ করেন। উইলসন তাঁর চৌদ্দ দফা শর্তের ১৪ নং দফায় বিশ্ব শান্তি রক্ষার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলার প্রস্তাব করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২৬ জুন, ১৯১৯ সালে স্বাক্ষরিত 'ভার্সাই চুক্তি'র মাধ্যমে লিগ অব নেশনস বা জাতিপুঞ্জের জন্ম হয়। ১০ জানুয়ারি, ১৯২০ সালে সংস্থাটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় এর সদর দপ্তর স্থাপিত হয়। জাতিপুঞ্জের ৩টি অঙ্গসংস্থা ছিল- পরিষদ, কাউন্সিল এবং সচিবালয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এড়াতে ব্যর্থ হওয়ায় ২০ এপ্রিল, ১৯৪৬ সালে সংস্থাটি বিলুপ্ত হয়। সংস্থাটির উত্তরসূরি হিসেবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘের জন্ম হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের পর ১৯১৯ সালে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে জাতিপুঞ্জ গঠিত হয়েছিল, তার ব্যর্থতা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে বিশ্বের তৎকালীন নেতৃবৃন্দ বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একটি নতুন আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ১৯৪১ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টোন চার্চিল এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আটলান্টিক মহাসাগরে ব্রিটিশ রণতরী প্রিন্সেস অব অয়েলস-এ দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় মিলিত হন। ১২ আগস্ট, ১৯৪১ সালে তাঁরা একটি শান্তি পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন করেন। এটি বিখ্যাত 'আটলান্টিক সনদ' নামে খ্যাত। আটলান্টিক সনদে যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনের পক্ষে স্বাক্ষর করেন রুজভেল্ট ও চার্চিল। ১৯৪৩ সালের অক্টোবরে চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা মস্কোতে মিলিত হন এবং যুদ্ধ পরবর্তী শান্তি বজায় রাখার জন্য জাতিসমূহের একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছান। এই চুক্তি 'মস্কো ঘোষণা' নামে পরিচিত।

১৯৪৪ সালে ওয়াশিংটন ডিসির ডাম্বারটন ওকস এ অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের জন্য প্রথম সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। যুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপের পুনর্গঠনের জন্য রুজভেল্ট, চার্চিল এবং স্ট্যালিন ১৯৪৫ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে ইউক্রেনের ইয়াল্টায় এক সম্মেলনে মিলিত হয়। এই সম্মেলন 'ক্রিমিয়া সম্মেলন' নামেও পরিচিত। এই সম্মেলনের ভিত্তিতে ১৯৪৫ সালের ২৬ জুন বিশ্বের ৫০টি দেশের প্রতিনিধিরা যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকোতে ১১১ ধারা সম্বলিত জাতিসংঘের মূলসনদে স্বাক্ষর করেন। ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর ৫১টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ সনদ কার্যকর হয়। এ জন্য প্রতি বছর ২৪ অক্টোবর 'জাতিসংঘ দিবস' হিসেবে পালিত হয়। জাতিসংঘের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৯৩। এ সংস্থার সদর দপ্তর নিউইয়র্ক। ইউরোপীয় দপ্তর জেনেভা। দাপ্তরিক ভাষা ৬টি। এগুলো হচ্ছে ইংরেজি, চীনা, স্প্যানিশ, ফরাসি, রুশ ও আরবি। জাতিসংঘের পতাকায় আছে হালকা

নীলের উপর সাদা রঙের জাতিসংঘের প্রতীক। জাতিসংঘের প্রতীকের মাঝখানে পৃথিবীর মানচিত্র। দুই পাশে দুইটি জলপাই গাছের শাখা। জলপাই গাছ শান্তির প্রতীক।

পরিশেষে বলা যায়, বিশ্বের স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলোর অভিভাবক হিসেবে জাতিসংঘকে বিবেচনা করা হয়। নানা সীমাবদ্ধতা থাকলেও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের ভূমিকা প্রশংসনীয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	জাতিসংঘ গঠনের প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

জাতিসংঘ হল বিশ্বের স্বাধীন দেশসমূহের সর্ববৃহৎ সংগঠন। লিগ অব নেশনস এর ব্যর্থতা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভয়াবহতার প্রেক্ষাপটে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় একটি বিশ্ব ঐক্য অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সোভিয়েত রাশিয়া ও চীনের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে বিশ্ব শান্তি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে ২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে জাতিসংঘ সারা বিশ্বের নানাবিধ সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। জাতিসংঘ দিবস পালিত হয়?

(ক) ২৪ জুন (খ) ১৫ অক্টোবর (গ) ২৪ অক্টোবর (ঘ) ১০ জানুয়ারি

২। জাতিসংঘের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?

(ক) লন্ডন (খ) ওয়াশিংটন (গ) নিউইয়র্ক (ঘ) সানফ্রান্সিসকো

৩। জাতিসংঘের উদ্দেশ্য হল-

i. বৈশ্বিক শান্তি

ii. সকল রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করা

iii. মানবাধিকার নিশ্চিত করা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। জাতিসংঘ অবদান রাখছে-

i. ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব গড়তে

ii. নিরক্ষরতা দূর করতে

iii. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৯.৯ জাতিসংঘের গঠন ও উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- জাতিসংঘের গঠন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, সচিবালয়, মহাসচিব, মানবাধিকার, আন্তর্জাতিক আদালত।

জাতিসংঘের গঠন

বর্তমানে জাতিসংঘের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয় পাঁচটি প্রধান অঙ্গসংস্থার মাধ্যমে। এই অঙ্গসংস্থা হল-

i. সাধারণ পরিষদ
ii. নিরাপত্তা পরিষদ
iii. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ
iv. আন্তর্জাতিক আদালত ও
v. সচিবালয়

(i) সাধারণ পরিষদ : জাতিসংঘ সনদের নিয়ম কানুন মেনে চলার শর্তে বিশ্বের যে কোনো শান্তিকামী দেশ জাতিসংঘের সদস্য হতে পারে। জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র সাধারণ পরিষদের সদস্য। মহাসচিব নিয়োগ, নতুন সদস্য গ্রহণ, কোন সদস্য রাষ্ট্রকে বহিষ্কার, বাজেট পাস, সদস্য রাষ্ট্রের চাঁদার পরিমান নির্ধারণ, বিভিন্ন সংস্থার সদস্য নির্বাচন, নিরাপত্ত পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচন, অন্যান্য সংস্থার বার্ষিক রিপোর্ট পর্যালোচনা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এ পরিষদ সম্পাদন করে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় মঙ্গলবার বার্ষিক অধিবেশন শুরু হয়। সাধারণ পরিষদের প্রত্যেক রাষ্ট্রের একটি মাত্র ভোটদানের অধিকার রয়েছে। প্রত্যেক অধিবেশনের শুরুতেই সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটে পরিষদের একজন সভাপতি এক বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

(ii) নিরাপত্তা পরিষদ : নিরাপত্তা পরিষদকে জাতিসংঘের নির্বাহী পরিষদ বলা হয়। এ পরিষদের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যরাষ্ট্র ১১টি (৫টি স্থায়ী ও ৬টি অস্থায়ী)। ১৯৬৩ সালের জাতিসংঘ সনদের সংশোধন করে অস্থায়ী সদস্য ৬ থেকে ১০ এ উন্নীত করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট নিরাপত্তা পরিষদ গঠন করা হয়। নিরাপত্তা পরিষদের ৫টি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র হল- যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীন। এ পাঁচটি সদস্য দেশের ভেটো প্রদানের ক্ষমতা রয়েছে। কোনো প্রস্তাবে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কোনো স্থায়ী সদস্যদেশ দ্বিমত পোষণ করলে সে প্রস্তাব আর অনুমোদিত হয় না। এ পরিষদ আলাপ-আলোচনা, আপোষ, মধ্যস্থতা ও সালিশীর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিরোধের নিষ্পত্তির চেষ্টা চালায়। এ চেষ্টা ব্যর্থ হলে নিরাপত্তা পরিষদ সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে পারে। বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রধান দায়িত্ব এ পরিষদের উপর ন্যস্ত।

(iii) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ : এ পরিষদের সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা ৫৪। প্রতি তিনি বছরে এক তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করে। বছরে কমপক্ষে দু'বার নিউইয়র্ক অথবা জেনেভায় এর অধিবেশন বসে। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের একটি করে ভোটের অধিকার আছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে যে কোন প্রস্তাব গৃহীত হয়ে থাকে। এ পরিষদের কাজ হল সদস্য রাষ্ট্রগুলোর জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, বেকার সমস্যার সমাধান, শিক্ষা প্রসার ও মানবাধিকার নিশ্চিত করা। বিভিন্ন কল্যাণমূলক বিষয়ে সাধারণ পরিষদে সুপারিশ করাও এ পরিষদের অন্যতম দায়িত্ব। বাংলাদেশ ২০১০-২০১২ মেয়াদের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিল।

(iv) আন্তর্জাতিক আদালত: আন্তর্জাতিক আদালত হল জাতিসংঘের বিচারালয়। যেটি নেদারল্যান্ডস এর দ্যা হেগ শহরে অবস্থিত। আন্তর্জাতিক বিরোধের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের যে কোনো সদস্য রাষ্ট্র অন্য সদস্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারপ্রার্থী হতে পারে। এ আদালতে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করা যায় না। আন্তর্জাতিক আদালতের রায় নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক কার্যকরি হয়। ১৫ জন বিচারকের সমন্বয়ে এ আদালত গঠিত। বিচারকদের মেয়াদকাল ৯ বছর। বিচারকদের মধ্যে একজন সভাপতি তিন বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

(vi) সচিবালয় : জাতিসংঘের সচিবালয় মহাসচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে গঠিত। মহাসচিব জাতিসংঘের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা। তিনি নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক পাঁচ বছরের জন্য নিযুক্ত হন। জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব ছিলেন নরওয়ের ট্রিগভে লি এবং বর্তমান মহাসচিব হলেন পর্তুগালের এন্টোনিও গুটেরিস।

অছি পরিষদ নামে জাতিসংঘের অপর একটি অঙ্গসংস্থা রয়েছে। কিন্তু এটি ১৯৯৪ সাল থেকে অকার্যকর।

জাতিসংঘের উদ্দেশ্য

কয়েকটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিম্নে জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উদ্দেশ্য তুলে ধরা হল-

১. বিশ্বব্যাপী শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করা।
২. বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা।
৩. আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধের মীমাংসা করা।
৪. দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা।
৫. আন্তর্জাতিক মৌলিক মানবাধিকারগুলো প্রতিষ্ঠা করা।
৬. জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মানবিক অধিকার সংরক্ষণ করা।

পরিশেষে বলা যায়, বিশ্বশান্তি রক্ষার্থে জাতিসংঘের কিছু ব্যর্থতা থাকলেও সামগ্রিক দিক দিয়ে বিচার করলে জাতিসংঘের ভূমিকা প্রশংসার দাবি রাখে।

শিক্ষার্থীর কাজ	জাতিসংঘের উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করাই ছিল লিগ অব নেশনস বা জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এড়াতে ব্যর্থ হওয়ায় ১৯৪৬ সালের ১৮ এপ্রিল সংস্থাটি বিলুপ্ত হয়। সংস্থাটির উত্তরসূরি হিসেবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘের জন্ম হয়। জাতিসংঘ বর্তমানে পাঁচটি মূল অঙ্গসংস্থার মাধ্যমে তার সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এগুলোর মধ্যে নিরাপত্তা পরিষদ সর্বাপেক্ষ ক্ষমতার অধিকারী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। জাতিসংঘের প্রধান অঙ্গসংস্থা কয়টি?
(ক) ৪ (খ) ৫ (গ) ৬ (ঘ) ৮

২। আন্তর্জাতিক আদালত কোথায় অবস্থিত?
(ক) নিউইয়র্ক (খ) দ্য হেগ (গ) লন্ডন (ঘ) দিল্লি

৩। কোন দেশটি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য নয়?
(ক) রাশিয়া (খ) জার্মানি (গ) ফ্রান্স (ঘ) ব্রিটেন

পাঠ-৯.১০ জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- জাতিসংঘ ও বাংলাদেশের সম্পর্ক জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ভেটো, শান্তিরক্ষা মিশন, জাতিসংঘ সনদ, বিশ্বখাদ্য কর্মসূচি, ফারাক্কাবাদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি।

জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে জাতিসংঘের সদস্য প্রাপ্তির আবেদন করে। কিন্তু চীন তখন ভেটো প্রয়োগ করে। ১৯৭৪ সালে আবার আবেদন করলে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ সে বছরের ১৭ সেপ্টেম্বর সর্বসম্মতভাবে ১৩৬তম সদস্য দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য প্রাপ্তির পূর্বেই জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থা যেমন- UNCTAD, IMF, WHO, IBRD ইত্যাদিতে যোগ দেয়। তবে জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক স্বাধীনতার পর থেকেই শুরু হয়। সদস্য প্রাপ্তির পর থেকে সে সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হয়।

বাংলাদেশ জাতিসংঘ সনদের প্রতি আস্থাশীল। বাংলাদেশ সংবিধানের ২৫নং ধারায় আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির কথা উল্লেখ রয়েছে। এতে মূলত জাতিসংঘের প্রতি সমর্থনের আবশ্যকতা তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের আদর্শ ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সদা প্রস্তুত। বাংলাদেশ শান্তিকামী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিবেশী ও দূরের সকল রাষ্ট্রের সাথে সহ-অবস্থানে বিশ্বাস করে। জাতিসংঘের আর্দশ মোতাবেক বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সাথে শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে চায় বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ১৯৭৮ সালে নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয়। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত রাষ্ট্রকে পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনে জাতিসংঘ ব্যাপক সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, খাদ্য, পুষ্টি, শ্রম-কল্যাণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সাহায্য অতুলনীয়। খাদ্য ঘাটতি লাঘব এবং জরুরি কার্যক্রমে সাহায্য প্রদানের জন্য ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP) কার্যক্রম চালু হয়। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকান্ড ও জরুরি ত্রাণ কাজে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি থেকে সহায়তা পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি বিষয়ক সংস্থা FAO-এর প্রকল্পের সংখ্যা প্রায় দেড় শতাধিক। FAO ১৯৭৮ সাল থেকে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশে FAO-এর থানা ভিত্তিক উন্নত খাদ্য উৎপাদন, শস্যবীজ ও ফল উৎপাদন বৃদ্ধি, বন ও পরিবেশ উন্নয়ন, পশু সম্পদ, প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রভৃতি ক্ষেত্রে ২৭টির বেশি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। জাতিসংঘের স্বাস্থ্য বিষয়ক সহযোগী সংস্থা (WHO) বাংলাদেশের স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পুষ্টি উন্নয়নে ব্যাপক সাহায্য ও অনুদান প্রদান করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং পরিবেশ রক্ষায় ইউনেস্কো নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশের সুন্দরবন এলাকা বিশ্ব ঐতিহ্যের স্বীকৃতি পায়। এছাড়া বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ, নওগাঁর পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারও ঐতিহ্যের স্বীকৃতি পায়। ১৭ নভেম্বর, ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো এর সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের ভাষা শহীদ দিবস ২১শে ফেব্রুয়ারিকে ''আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'' ঘোষণা করে।

বিশ্বব্যাপী সংঘাত নিরসনে জাতিসংঘ কার্যক্রমের সাথে বাংলাদেশ সম্পৃক্ত থেকে সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছে। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ ৫৪টি শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনী আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য সারা বিশ্বে সুনাম অর্জন করেছে।

পরিশেষে বলা যায়, জাতিসংঘ ও বাংলাদেশের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকে এখন পর্যন্ত সে সম্পর্ক অটুট রয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশে জাতিসংঘের বিভিন্ন কার্যক্রম আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্যপদ লাভ করে। একই অধিবেশনে ২৫ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘে প্রথম বাংলায় ভাষণ দেন। ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৪১তম অধিবেশনে বাংলাদেশের হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সভাপতি নির্বাচিত হন। এ পর্যন্ত জাতিসংঘের ০৪ জন মহাসচিব বাংলাদেশ সফর করেছেন। তাঁরা হলেন কুর্ট ওয়াল্ড জেইম (১৯৭৩), পেরেজ দ্য কুয়েলার (১৯৮৯), কফি আনান (২০০১) এবং বান কি মুন (২০০৮ ও ২০১১)।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য হয় কত সালে?

(ক) ১৯৭২ (খ) ১৯৭৪ (গ) ১৯৭৬ (ঘ) ১৯৭৮

২। বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য?

(ক) ১৩০ (খ) ৩৬ (গ) ১৩৬ (ঘ) ১৪২

৩। জাতিসংঘে যোগদানের পর থেকে বাংলাদেশ জাতিসংঘ সনদের আলোকে ভূমিকা পালন করে আসছে-

i. বিশ্বশান্তিতে

ii. জলবায় সংরক্ষণে

iii. বিশ্ব নিরাপত্তায়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কেমন রাষ্ট্র?

(ক) শান্তিকামী (খ) সাম্রাজ্যবাদী

(গ) আগ্রাসী (ঘ) সম্প্রসারণবাদী

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২নং ও ৩নং প্রশ্নের উত্তর দিন-

তন্বী তার দাদুর কাছে শুনেছে যে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বেশ কিছু রাষ্ট্র সাহায্য ও সহযোগিতা করেছিল। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছিল। স্বাধীনতা লাভের পর অনেক দেশই আমাদের রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠনে সাহায্য করেছে।

২। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করেছিল-

i. ভারত

ii. সোভিয়েত ইউনিয়ন

iii. যুক্তরাষ্ট্র

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) iii (খ) i ও ii (গ) i ও iii (ঘ) ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

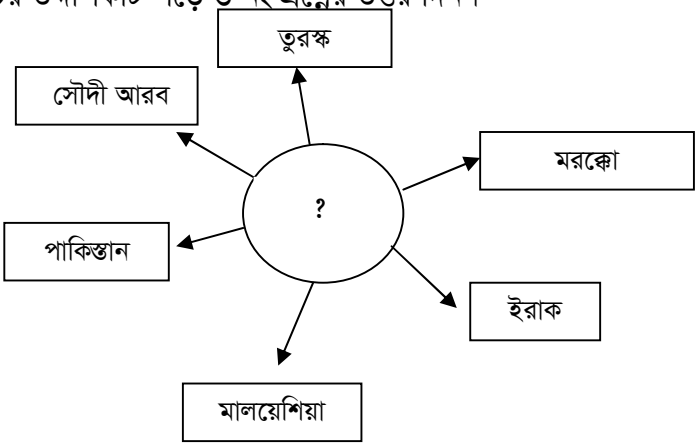

৩। প্রশ্নবোধক (?) চিহ্ন স্থানে কোন সংস্থার নাম বসবে?
i. কমনওয়েলথ
ii. ন্যাটো
iii. ওআইসি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪নং ও ৫নং প্রশ্নের উত্তর দিন।
মুনীরা ইতালি ভ্রমণে গিয়ে জানতে পারে দেশটি একটি আঞ্চলিক সংস্থার সদস্য। বর্তমান সংস্থাটির সদস্য সংখ্যা ২৮।

৪। উদ্দীপকে কোন সংস্থার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে?
(ক) আফ্রিকান ইউনিয়ন (খ) আসিয়ান (গ) সার্ক (ঘ) ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

৫। উক্ত সংস্থার উদ্দেশ্য হল সদস্য রাষ্ট্রগুলোর-
i. আর্থিক উন্নয়ন
ii. শিক্ষা উন্নয়ন
iii. ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৬। সাধারণ পরিষদের বিশেষ দিক হল-
i. জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রই এর সদস্য
ii. প্রতিটি সদস্যের একটি করে ভোটাধিকার
iii. বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষাই এর দায়িত্ব
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও iii (খ) ii ও iii (গ) i ও ii (ঘ) i, ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

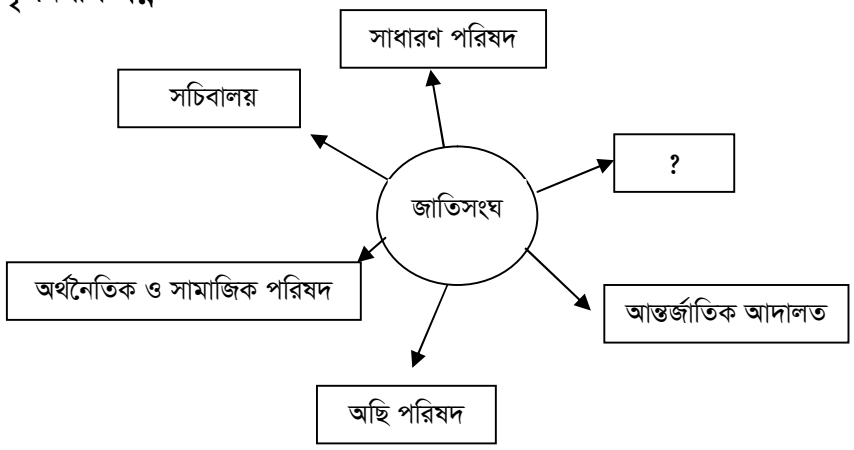

(ক) কমনওয়েলথ এর প্রধান কে?

(খ) আন্তর্জাতিক আদালত বলতে কী বোঝায়?

(গ) উদ্দীপকের প্রশ্নবোধক (?) চিহ্নিত স্থানে যে অঙ্গ সংগঠনটির নাম বসবে, সেই সংগঠনের গঠন প্রণালি ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) বিশ্ব শান্তি রক্ষায় উক্ত সংগঠনের ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।

২। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশ একটি বৃহৎ আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্যপদ লাভ করে। উক্ত সংগঠন বিশ্বের স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের সমন্বয়ে গঠিত সর্ববৃহৎ সংগঠন। সংগঠনটি বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক উন্নয়নে উক্ত সংগঠন অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। উক্ত সংগঠনের কাজে অংশ নিয়ে বাংলাদেশ সুনাম ও খ্যাতি অর্জন করেছে।

(ক) বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির মূল কথা কী?

(খ) কমনওয়েলথ কী?

(গ) উদ্দীপকে যে সংগঠনটির কথা বলা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) উক্ত সংগঠনের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করুন।

৩। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াচ্ছিলেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের অনেক পরাধীন রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করে। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এ রাষ্ট্রগুলোর একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা রয়েছে। এ সংস্থার প্রধান সেই সাবেক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের রাজা বা রাণী। স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশও এ সংস্থার সদস্য হয়। বাংলাদেশসহ প্রতিবেশি অনেক রাষ্ট্রের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতি বছর উক্ত সংস্থার বৃত্তি নিয়ে সে দেশে উচ্চশিক্ষার জন্য গমণ করে।

(ক) OIC এর পূর্ণরূপ কী।

(খ) কোন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান পদাধিকার বলে কমনওয়েলথ এর প্রধান?

(গ) উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থার উদ্দেশ্য তুলে ধরুন।

(ঘ) উদ্দীপকের সংস্থাটির সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১ ঃ ১। ক ২। ঘ ৩। গ ৪। খ ৫। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.২ ঃ ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ক ৫। ঘ ৬। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৩ ঃ ১। ঘ ২। ক ৩। গ ৪। খ ৫। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৪ ঃ ১। ক ২। খ ৩। ঘ ৪। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৫ ঃ ১। খ ২। ক ৩। ঘ ৪। গ ৫। খ ৬। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৬ ঃ ১। গ ২। ঘ ৩। খ ৪। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৭ ঃ ১। খ ২। ঘ ৩। গ ৪। ঘ ৫। খ ৬। খ ৭। ঘ ৮। ক ৯। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৮ ঃ ১। গ ২। গ ৩। ঘ ৪। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৯ ঃ ১। খ ২। খ ৩। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১০ ঃ ১। খ ২। গ ৩। ঘ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন ঃ ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ঘ ৫। ঘ ৬। গ